পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা-১"**

আ'দ ছিলো আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গৌরব-গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। তাদের এ বিপুল পরিচিতির কারণেই "আদি" শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহার হয় প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য। প্রাচীন ধংসাবশেষকেও "আদিয়াত" বলা হয়। আরবি কবিতায় এ জাতির নামের ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

এদের বাসস্থান ছিল "আহকাফ" এলাকা। হিজাজ, ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী "রাবয়ুল খালীর" দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আ'দ জাতি ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। হাজরা মউতের এক জায়গায় হুদ (আ:) এর একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। আ'দ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছিলন তাদের কুকর্মের জন্য। এদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয়। হুদ (আ:) এর সাথে যাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়েছিলেন তাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। তারা ছিলেন হুদ (আ:) অনুসারী।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে James R Wellsted ইংরেজ নৌসেনাপতি "হিসনে গুরারে" একটি পুরাতন স্মৃতি ফলকের সন্ধান লাভ করেন। স্মৃতি ফলকটি হজরত ঈসা (আ:) এর জন্মের ১৮ শত বছর পূর্বের মনে করা হচ্ছে। এ স্মৃতি ফলকে লেখা এটা প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় হজরত হুদ ও আ'দ জাতির বাসস্থান ছিল। স্মৃতি ফলকের লেখা নিম্নরূপ:

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন আমাদের জীবন থেকে ছিলো অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো এবং আমাদের শাসকগন এমন ধরণের বাদশাহ ছিলেন, যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুস্কৃতিকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হুদের শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফয়সালা সমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুথানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

প্রাচীন প্রথম আ'দ (যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল), তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিতো, কিন্তু তার (আল্লাহর) সাথে শরীক করতো। কাউকে "বৃষ্টির" দেবতা, কাউকে "বায়ুর" দেবতা, কাউকে "ধনসম্পদ" দেবতা, কাউকে "রোগের" দেবতা ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে শরীকদার বানিয়ে নিয়েছিল।

ঠিক আজকাল যেমন কোনো মানুষকে অথবা মূর্তিকে দেবতা বানানো হয় "গাউস" (ফরিয়াদ শ্রবণকরী) "দাতা", "বিপদ মোচনকারী", "গনজ বখশ", (গুপ্ত ধনভাণ্ডার) দানকারী ইত্যাদি।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

মক্কার মুশরিক ও কুরাইশরাও আল্লাহকে সৃস্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিত। কিন্তু তাঁর সাথে এমন অসংখ্য মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেও শরীকদার মনে করতো এবং এ সমস্ত দেব-দেবী,সমাজপতি, রাষ্ট্রপতির পূজা অর্চনা করতো। নূহ (আ:) এর পরে আ'দ জাতি এ সমস্ত শিরকী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হুদ (আ:) কে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন সুরার উল্লেখিত আদ জাতি ও হযরত হুদ (আ:) এর দাওয়াত জাতির জওয়াব এবং পরিণামে সংক্রান্ত আয়াতগুলো কয়েকটি খণ্ডে পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. হুদ বলেছিল, হে আমার কওম ! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত-অনুগত্য করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সতর্ক হবে না?

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৬৫)

২. জাতির প্রধানরা বলেছিল, আমাদের মতে তুমি অবশ্যই বোকামিতে নিম্নজিত রয়েছো এবং আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا
لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

তারা সম্প্রদায়ের প্রধানরা-যারা কুফরী ছিল, তারা বললঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৬৬)

৩. আমার মধ্যে কোনো বোকামী নেই, বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একজন রাসূল।

সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৬৭)

৪. হুদ বলেছিল, হে আমার কওম ! আমি তো তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত কল্যানকামী উপদেশদাতা।

আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বস্ত। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৬৮)

৫. হে আমার কওম, স্মরণ করো যখন নূহের কওমকে ধ্বংস করার পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যাতে করে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।

তোমরা কি আশ্চর্য্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের মৌখিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করেছেন। তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর-যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৬৯)

৬. তারা বললো তুমি বলছো, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত করতো তাদের পরিত্যাগ করবো।

قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٧٠﴾

তারা বললঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে যা দ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭০)

৭. হুদ বলেছিল, তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি এবং গজব আপতিত হবেই। সুতরাং অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَٰدِلُونَنِى فِىٓ
أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ
فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾

সে বললঃ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে। আল্লাহ এদের কোন সনদ অবর্তীণ করেননি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৮. অবশেষে আমরা হুদকে এবং তার সাথীদেরকে আমাদের রহমতে নাজাত দিয়েছি, এর শেকড় কেটে দিয়েছি তাদের, যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাদের আয়াত।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟
بِـَٔايَٰتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে অস্বীকার করত তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মুমিন ছিল না। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭২)

৯. (মক্কার মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) এদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের খবর পৌঁছে নি। নূহ, আদ ও সামুদ জাতির, ইব্রাহীমের কওম, মাদায়েনবাসী আর বিধস্ত জাতির (লুতের জাতির) সংবাদ কি তাদের কাছে আসে নি? তাদের রাসুলরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেন নি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।

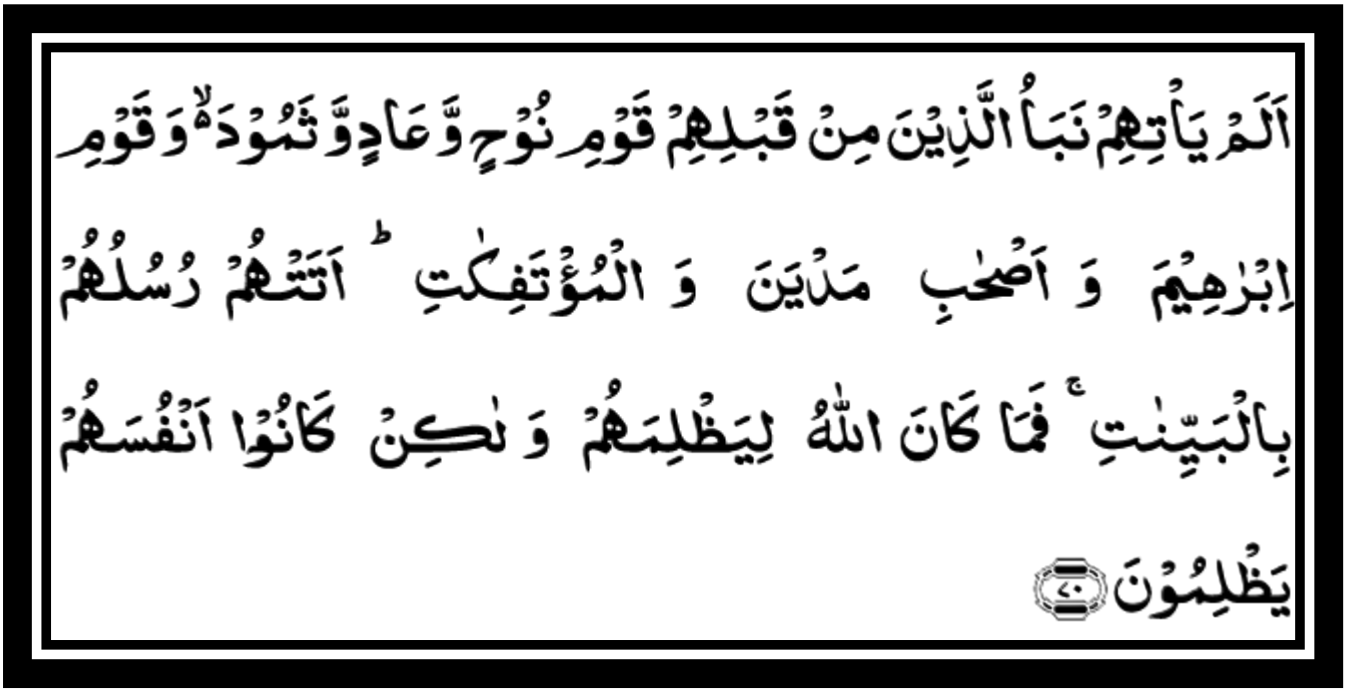
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَقَوْمِ
إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم
بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের, আ'দের ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো। (সূরাঃ আত-তাওবাহ ৯:৭০)

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন অতীতের জাতি সমূহের পরিণতি থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহন করি। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক না করি এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি না করে। কোরআন হাদিস মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করি এবং অন্যদেরকেও দাওয়াত দেই। আল্লাহ আমাদের ঈমান ও আমল কবুল করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/